East West University LIBRARY
Plot No-A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

সমকাল
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল, ১৮-০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা-০৫

তাঁর অভিধানে 'অবসর' শব্দ নেই

আব্দুল বায়েস

জন্মদিন

এক স্বাপ্নিক এবং বিরল ব্যক্তিত্ব আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের আজ ৮২তম জন্মদিন। শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের জন্য।

দুই.

১৯৪২ সালের ১৮ এপ্রিল হবিগঞ্জের রতনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম এবং উচ্চশিক্ষার্থে গ্রাম থেকে শহরে আসা। এই দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের প্রতিটি পয়েন্টে তিনি তাঁর প্রতিভার জোরে চিত্তাকর্ষক ফল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শুধু মেধাবীই ছিলেন না; মানবতাবোধ এবং দেশের প্রতি গভীর প্রেম সর্বদা বিরাজ করত তাঁর পরানের গহিনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হলেও তৎকালীন পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল দিয়ে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন একজন আমলা হিসেবে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সংস্থায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর– সততা ও নিষ্ঠার অন্যতম উদাহরণ তিনি। ভাগ্য ভালো; কর্মজীবনের প্রায় শুরুতেই তিনি এক স্বপ্নদ্রষ্টার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। সমুদ্রের বিশালতা বুঝতে গেলে যেমন সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে হয়; তেমনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছে থেকে তিনি বুঝেছেন মহান ওই মানুষটির মনের বিশালতা। জানতে পেরেছেন জাতির পিতার স্বপ্নের কথা। সম্ভবত বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করা ছিল ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের জীবনের এক স্বর্ণসৌভাগ্য; জীবনপঞ্জিকার এক সোনালি অধ্যায়। ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন আর তাঁকে দেখেছেন বলেই তিনি জাতির পিতার চিন্তা ও চেতনার প্রতি অতটা নৈষ্ঠিক নিবেদিত বলে আমাদের ধারণা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হলেও তৎকালীন পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল দিয়ে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন একজন আমলা হিসেবে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সংস্থায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর– সততা ও নিষ্ঠার অন্যতম উদাহরণ তিনি। ভাগ্য ভালো; কর্মজীবনের প্রায় শুরুতেই তিনি এক স্বপ্নদ্রষ্টার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। সমুদ্রের বিশালতা বুঝতে গেলে যেমন সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে হয়; তেমনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছে থেকে তিনি বুঝেছেন মহান ওই মানুষটির মনের বিশালতা। জানতে পেরেছেন জাতির পিতার স্বপ্নের কথা।

তিন.

এ দেশের উচ্চশিক্ষার সীমিত সুযোগ ও নিম্নমুখী মান নিয়ে তিনি সব সময় চিন্তাভাবনা করতেন। নগরীর আফতাবনগরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সিরামিক ইটের যে বিশাল বিল্ডিং তথা ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস, সেটা বুঝি সেই চিন্তারই প্রতিফলন। দেশ-বিদেশে প্রশংসিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য আমাদের মনের মানুষ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। এমনকি তাঁর সমালোচকরাও বলবেন, বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শীর্ষ অবস্থানে চলে আসার পেছনে তাঁর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বগুণ কাজ করেছে। মাত্র ছয়জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্র নিয়ে ১৯৯৬ সালে যার যাত্রা; ২০২৩ সালে তার ছাত্রসংখ্যা ১০ হাজারের অধিক; শিক্ষকসংখ্যা প্রায় ৫০০। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা এবং নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন ইষ্ট ওয়েস্টের সঙ্গে; যেমন করে পিতা-মাতা জড়িয়ে থাকেন সন্তানের জীবনের সঙ্গে।

চার.

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় একটা গুণ এই যে, প্রতিষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চেতনা যথাযথ লালন করে; সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক কথায়, প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রশ্রয় এখানে নেই। এই তো ক'দিন আগে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার– একটি বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিবিষয়ক; অন্যটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী উন্নয়ন নিয়ে। স্মর্তব্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের মেধাভিত্তিক অবস্থান চোখে পড়ার মতো। দরিদ্র পরিবার থেকে কিংবা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠানটি। মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের এই পরিশ্রমের বিনিময়ে যে কোনো প্রাপ্তি নেই– সে কথাটাও জানান দেওয়া দরকার। ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতাদের নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও নির্লোভ আচরণ লক্ষ্য করার মতো। তাঁরা কোনো ব্যাংক ঋণ ও ছাত্রদের ওপর অতিরিক্ত সারচার্জ ব্যতিরেকে ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব সুপরিসর ও শিক্ষাবান্ধব ক্যাম্পাস। এর ভেতর বিরাট এক উঠোনে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছেলেমেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে কিংবা চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় গান ধরে– 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে/ বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ...।'

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৪২

পাঁচ.

'অবসর' বলে কোনো শব্দ বোধ হয় তাঁর অভিধানে নেই। তাই ৮২তে পা ফেলার পরও ফরাসউদ্দিন অবিরাম কাজে নিয়োজিত– কখনও অর্থনীতির ক্লাসে, সরকারি তদন্ত কমিটিতে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা প্রদানের নিমিত্তে। বিদেশে গেলে তো কথা নেই; দেশে থাকলে প্রায় প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, দিবসের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেন নিবিষ্ট মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উন্নতির সিঁড়ি খোঁজার মানসে। এই নিরন্তর সেবা প্রদানের জন্য তিনি যে কোনো পারিশ্রমিক নেন না; শুধু প্রতীকী হিসেবে ১ টাকা নেন, সে গল্পটি অনেকটাই অধরা থেকে যায়। অবশ্য প্রচারবিমুখ, নির্লোভ ও নিরহঙ্কার মানুষ ফরাসউদ্দিনের এতে কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না।

ছয়.

আগেও বলেছি, বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর অগাধ আনুগত্য ছিল অতুলনীয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অনেক সমর্থক যখন পালিয়ে ঘরে ঢুকে যেতে ব্যস্ত, তিনি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে অকুতোভয়ে ৩২ নম্বর অভিমুখী হয়েছিলেন। এর প্রমাণ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ: "ফরাসউদ্দিন সে সময় বঙ্গবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারি-২ ছিল। ওকে ফোন করলাম। ফরাস প্রথম উৎসাহের সঙ্গে জানাল, 'এক দল লোক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিল। জামিল ভাই (কর্নেল জামিল) ওদিকে চলে গেছেন। ৩২ নম্বরের দিকে। আমিও ওখানে যাচ্ছি।' আমিও উৎসাহিত হলাম। ভাবলাম, অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু পরে তো জানলাম, জামিল সাহেবকে ওখানেই সোবহানবাগ মসজিদের কাছে মেরে ফেলেছে। ফরাসকে পিটিয়েছে, তারপর বের করে দিয়েছে। আমি যখন ফরাসের কাছে পরে গেলাম, বুঝলাম, খুব ঝুঁকিপূর্ণভাবেই সে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। একজন ব্যুরোক্র্যাট বা আমলা হিসেবে সে এতটা সাহসের পরিচয় দেবে, সেটা ভাবিনি।" (তোয়াব খান, আজকের পত্রিকা ডটকম, ১৯ আগস্ট ২০২১)।

আর তাই সাদা মন, সাদামাটা জীবন, সদা হাসিমুখ– এই প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত শিক্ষার জগতে 'বাতিঘর' বলে বিবেচিত এবং আমাদের সবার মনের মানুষ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের স্নেহের পরশে সিক্ত আমি তাঁর দীর্ঘ উৎপাদনশীল জীবন কামনা করি। এ দেশ, বিশেষত আমাদের শিক্ষার জগৎ, আপনার অফুরান ধারানি ধী-শক্তি থেকে, আপনার মুক্ত চিন্তা-চেতনার স্পর্শে বলীয়ান হয়ে উঠুক– এই প্রার্থনা রইল বিধাতার কাছে।

'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও/
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ...।'

■ **আব্দুল বায়েস: অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক ও উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**